بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

IOM

"কুরআন-হাদীসের আলোকে শবে বরাতের গুরুত্ব ও ফযীলত"

Submitted to
Ustaz Abdul wahid
Subject: RAM 302

Submitted by
Mrs. Sabria Jarin
Batch-201
Roll no.- 20202309

সূচিপত্র

লেখকের কলাম.. 3

সারসংক্ষেপ..4

ভূমিকা... 5

শবে বরাত আসলে কী? হাদীসে শবে বরাতকে কী বলা হয়েছে?.............8

শবে বরাতের ফজিলত সংক্রান্ত হাদিস.................................... 12

শবে বরাত হল ক্ষমার রাত..16

অনুতাপ এবং ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ..17

শবে বরাত পালন করা কি বিদআত?...18

শবে বরাতের হালুয়া-রুটি বিদআতের উদ্ভব................................20

শবে বরাতের রাতে গোসল করার বিদআত.................................21

নফল ইবাদাতসমূহ...23

শেষকথা..25

লেখকের কলাম

يوم الى بدعوتهم دعا ومن واصحابه اله وعلى والمرسلين الانبياء اشرف على والسلام والصلاة
العالمين رب الله الحمد
وبعد الدين

আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার, যিনি আমাকে এই কাজটি করার সুযোগ করে দিয়েছেন। সারাদিন সিজদাতে পড়ে থাকলেও যে মহান রবের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না,সেই মহামহিম রব,আমাকে "কুরআন-হাদীসের আলোকে শবে বরাতের গুরুত্ব ও ফযীলত" এই এসাইনমেন্ট টি করার তৌফিক দিয়েছেন।

শবে বরাত, যা ক্ষমার রজনী নামেও পরিচিত, কুরআন ও হাদীস উভয়ের আলোকে এর অপরিসীম গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। ইসলামি শাবান মাসের ১৫ তারিখে পালন করা এই বিশেষ রাতটি আধ্যাত্মিকতা বহন করে এবং বিশ্বাসীদের ক্ষমা, করুণা এবং মুক্তির এক অনন্য সুযোগ দেয়। এই আর্টিকেলে, আমরা শবে বরাতের তাৎপর্যের গভীরে অনুসন্ধান করব এবং ইসলাম ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত এর গুণাগুণগুলি অন্বেষণ করব, ব্যক্তি বিশ্বাসীদের এবং বৃহত্তর মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর এর প্রভাব প্রতিফলিত করে।

সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী। দোয়া করবেন আল্লাহ তা আলা যেন এসাইনমেন্টটিকে কবুল করে নেন; সাথে সাথে আমি অধমকেও। এছাড়া, এসাইনমেন্টটি যেন আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে বাকি কাজগুলো করতে পারি সেজন্যেও দোয়া করবেন।

পরিশেষে বলতে চাই কোনো মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই এসাইনমেন্টের কোন অংশে অসংগতিপূর্ণ কোন কিছু পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে আমাকে অবগত করার চেষ্টা করবেন। ইন শা আল্লাহ, পরবর্তীতে তা ঠিক করা হবে।

সাবরিয়া জেরিন

ইমেইল: sabriajarin5000@gmail.com

সারসংক্ষেপ

এই আর্টিকেলে আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে শবে বরাতের গুরুত্ব ও ফজিলত পর্যালোচনা করব। আমরা এই রাতের জন্য দায়ী ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অন্বেষণ করব, এই সময়কালে মুসলমানদের দ্বারা অনুসরণ করা অভ্যাস ও ঐতিহ্যের উপর আলোকপাত করব। কুরআনের আয়াত এবং সহিহ হাদিস উল্লেখ করে, আমরা শবে বরাত এবং ইসলামে এর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ধারণা প্রদানের লক্ষ্য রাখি।

শবে বরাত, বা ক্ষমার রাত, ইসলামী ঐতিহ্যের একটি অত্যন্ত সম্মানিত রাত, যা শাবান মাসের ১৫ তম রাতে পালিত হয়। যদিও কুরআনে এই রাতের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবে কুরআন ও হাদিসে যে নীতি ও শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে তা থেকে এর গুরুত্ব পাওয়া যায়। শবে বরাতের সময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং ইবাদত-বন্দেগীতে জড়িত থাকার বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এই রাতটি পালন করেছেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকে ক্ষমা করার সুযোগ এবং আল্লাহর রহমত বর্ষণের উপর জোর দিয়ে এ কাজে জড়িত হতে উৎসাহিত করেছেন। শবে বরাতের গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে ক্ষমা চাওয়ার সম্ভাবনা, অনুতাপ, আত্ম-প্রতিফলন

এবং বিশ্বাসের নবায়ন। এটি ব্যক্তিদের জন্য আধ্যাত্মিক জাগরণ এবং পুনরুজ্জীবনের একটি রাত হিসাবে কাজ করে, আল্লাহর সাথে একটি শক্তিশালী সংযোগ এবং ধার্মিক জীবনযাপনের প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধি করে।

ভূমিকা

যেই রাতটি আমাদের কাছে শবে বরাত বলে পরিচিত, হাদীস শরীফে এটিকে বলা হয়েছে লাইলাতুন নিসফ মিন শাবান বা মধ্য শাবানের রজনী। শবে বরাত ফার্সী শব্দ, এর অর্থ ভাগ্য রজনী। আর আরবিতে এই রাত্রকে বুঝাতে লাইলাতুল বারাআত বা মুক্তির রজনী কথাটি ব্যবহৃত হয়। মধ্য শাবানের এই রাত্রিতে কি ভাগ্য লিখা হয়? কুরআনে ভাগ্য লিখার কথা বলা হয়েছে সেটা আসলে কোন রাত? এই রাতের ফজিলতের ব্যাপারে হাদীসের দলিল আছে কী কী? আমরা এই রাতে যা করি আর এই রাত সম্পর্কে যেই ধারণা ও বিশ্বাস পোষণ করি তা কতটা সুন্নাহ সম্মত? এই রাতের আমল কী? পরদিনের রোজা সম্পর্কে হাদীস কী বলে? এ রাতে প্রচলিত শিরক ও বিদআতের কাজগুলো কী কী?

শবে বরাতের রাত নিয়ে এখন প্রতি বছরই চরম বিতর্কের সৃষ্টি হয়। একদল বলে এই রাতের সব কিছুই বাতিল। আরেক দল বলে এই রাতই সর্বশ্রেষ্ঠ রাত। কেউ বলছেন,

শবে বরাতের রাতে কোনো আমলই করা যাবে না। এ রাতের বিশেষ কোনো ফজিলতই নেই। কেউ আবার বলছেন সারা রাত জেগে বিশেষ পদ্ধতিতে নামাজ পড়তে হবে। বিশেষ কিছু আমল করতে হবে। হাদীস ও সুন্নাহর আলোকে কোনটি সঠিক- এ নিয়েই আলোচনা করা হবে।

শবে বরাত, ক্ষমার রাত, একটি উপলক্ষ যা ইসলামী বিশ্বাসে অপরিসীম গুরুত্ব এবং পুণ্য বহন করে। এটি ইসলামী চন্দ্র ক্যালেন্ডারের অষ্টম মাস শাবান মাসের ১৫ তম রাতে পড়ে। যদিও কুরআন স্পষ্টভাবে এই রাতের উল্লেখ করেনি, তবে এর তাৎপর্য ইসলামি ধর্মগ্রন্থে জোর দেওয়া বিস্তৃত শিক্ষা ও নীতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভিত্তি স্থাপন করে। এটি বারবার অনুতাপের গুরুত্ব, আন্তরিকার সাথে আল্লাহর দিকে ফেরা এবং তাঁর করুণা ও ক্ষমা চাওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা আল বাকারার ২৮৬ আয়াতে বলেছেনঃ–

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَٰفِرِينَ

অর্থঃ আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভূ! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের

নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে কর।

এই আয়াতটি আল্লাহর কাছে ক্ষমা, করুণা এবং সুরক্ষা চাওয়ার সারমর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে।

হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ " .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَحْوَهُ .

আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে আত্নপ্রকাশ করেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত তাঁর সৃষ্টির সকলকে ক্ষমা করেন।
(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৩৯০
হাদিসের মান: হাসান হাদিস)

হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, শবে বরাতের রাতে, আল্লাহ নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং যারা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের গুনাহ মাফ করে দেন। এটি ঐশ্বরিক রহমতের একটি রাত বলে মনে করা হয়, যেখানে ক্ষমার দরজাগুলি প্রশস্তভাবে খোলা থাকে এবং বিশ্বাসীদের তাদের আত্মা পরিষ্কার

করার, অনুশোচনা করার এবং বিশ্বাসের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্নবীকরণ করার সুযোগ দেওয়া হয়।

শবা বরাতের পুণ্য গভীর ব্যক্তিগত রূপান্তর আনার সম্ভাবনার মধ্যে নিহিত। এটি ব্যক্তিদের আত্মদর্শন এবং আত্ম-প্রতিফলনে নিয়োজিত, তাদের ক্রিয়াকলাপ মূল্যায়ন, অতীতের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং নতুন করে শুরু করার জন্য একটি অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে। এটি একজনের সম্পর্ক সংশোধন করার সুযোগ দেয়।আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রহমত ও হেদায়েতের সন্ধান করুন।

পরিশেষে বলা যায়, কুরআন ও হাদিসের আলোকে শবে বরাত অত্যন্ত গুরুত্ব ও ফজিলত বহন করে। যদিও কুরআন স্পষ্টভাবে এই রাতের কথা উল্লেখ করেনি, তবে এর ক্ষমা চাওয়া এবং ইবাদত-বন্দেগিতে জড়িত থাকার নীতিগুলি শবে বরাত পালনের ভিত্তি প্রদান করে। অন্যদিকে হাদিসটি নবী মুহাম্মদের দিকনির্দেশনা প্রদান করে, যিনি এই রাতের তাৎপর্যের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং তাঁর অনুসারীদের উপাসনামূলক কাজে জড়িত হতে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে উত্সাহিত করেছিলেন। শবে বরাত স্বতন্ত্র বিশ্বাসীদের এবং বৃহত্তরভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষমা চাওয়ার, আত্ম-প্রতিবিম্বে জড়িত এবং বিশ্বাসের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্নবীকরণ করার একটি সুযোগ হিসাবে কাজ করে, অবশেষে ব্যক্তিগত বৃদ্ধি এবং আল্লাহর সাথে গভীর সংযোগকে উত্সাহিত করে।

শবে বরাত আসলে কী? হাদীসে শবে বরাতকে কী বলা হয়েছে?

শবে বরাতকে হাদীস শরীফে "লাইলাতুন নিসফ মিন শাবান বা মধ্য শাবানের রাত্রি বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এই রাতকে এ নামেই অবহিত করতেন। তবে এ রাতটিকে শবে বরাত বলাতেও কোনো সমস্যা নেই। যেমন আমরা সালাতকে নামাজ বলি। নামাজ কথাটা বললে আমরা ঐসব কাজের সমষ্টিকেই বুঝি যেগুলো হাদীসে সালাত শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আমাদের দেশে সালাতকে নামাজ বলাই প্রচলিত। হ্যাঁ, যদি কেউ শবে বরাত বলে ভাগ্যরজনী বুঝিয়ে থাকেন তবে তা হবে নিতান্তই ভুল। শবে বরাত মানে ভাগ্যরজনী নয়। ভাগ্যরজনী হলো শবে কদর। আর শবে বরাত হচ্ছে মুক্তির রজনী। এ রাতে আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে গোনাহ থেকে মুক্তি দান করেন।

হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি মধ্য শাবানের রাত্রে আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকে মাফ করে দেন, শুধু দুই শ্রেণীর মানুষকে ক্ষমা করেন না। যারা মনে হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করে আর যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে। এ রাতে আল্লাহ তাআলা সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন বলেই আরবিতে একে লাইলাতুল বারাআত বা ক্ষমার রজনী বলা হয়।

আমাদের দেশের অনেক মানুষকে দেখা যায় শবে বরাতকে ভাগ্য রজনী বলার পেছনে শক্ত বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছেন।

সূরা দুখানের ৩ ও ৪ নাম্বার আয়াত হচ্ছে তাদের দলীল।

ِحو الله الرّحمنِ الرَّحِيم

حمة والكتب المبين انا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبرَكَة إنا كنا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيون امرا مِنْ عِندِنَا أَنَا كُنَّا َمُرْسَلِين

সূরা দুখান ১-৫

অনুবাদঃ

হা মীম। সুস্পষ্ট কিতাবের কসম! নিশ্চয়ই আমি এটি (অর্থাৎ কুরআনকে) নাযিল করেছি বরকতময় রাতে, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়, আমারই নির্দেশে, নিশ্চয় আমি রাসূল প্রেরণকারী।

এখানে আল্লাহ বলেছেন, তিনি কুরআনকে একটি বরকতময় রাত্রিতে নাযিল করেছেন। এই মুবারক রজনীর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সাহাবী ও তাবিয়ীগণ বলেছেন যে, এ রাতটি হলো 'লাইলাতুল কদর' বা মহিমান্বিত রজনী। বিখ্যাত সাহাবী ইবনু আব্বাস (রা), ইবনু উমার (রা) থেকে এরকম ব্যাখ্যা এসেছে। তাবেয়ীগণের মধ্যে থেকে আবু আব্দুর রহমান আল-সুলামী, মুজাহিদ বিন জাবর, হাসান বসরী, কাতাদা ইবনু দি আমা ও আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা সকলেই বলেছেন যে, লাইলাতুম মুবারাকাহ অর্থ লাইলাতুল কদর।

এ সকল সাহাবী ও তাবেয়ীর মতের বিপরীতে একজন মাত্র তাবেয়ী মত প্রকাশ করেছেন যে, এ আয়াতে বরকতময় রাত্রি বলতে শবে বরাত তথা শাবানের ১৫ তারিখকে বুঝানো হয়েছে। তিনি হচ্ছেন সাহাবী ইবনু আব্বাস (রা) এর খাদেম তাবেয়ী ইকরিমাহ। তিনি বলেন, এখানে মুবারক রজনী বলতে মধ্য শাবানের রাতকে বুঝানো হয়েছে। এ রাতে গোটা বছরের সকল বিষয়ের ফয়সালা হয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ ইকরিমাহ (রহ) এর এই মতকে গ্রহণ করেন নি। কেউ কেউ নিজ নিজ তাফসীরগ্রন্থে ইকরিমাহ এর মতটিকেও উল্লেখ করেছেন কিন্তু কোনো মন্তব্য করেন নি। আর অধিকাংশ মুফাসসির ইকরিমাহ এর এ মতটি বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন এবং এর বিপরীতে অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীর মতটিই সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন যে, সঠিক মত হলো, এখানে মুবারক রজনী বলতে লাইলাতুল কদরকে বুঝানো হয়েছে। এটিই যে সঠিক মত তার প্রমাণ হচ্ছে কুরআনের অপর কিছু আয়াত ও অসংখ্য সহীহ হাদীস।

উপরে উল্লেখিত সূরা দুখানের ৩-৪ নং আয়াতে শুধু বলা হয়েছে একটি বরকতময় রাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। আর ঐ রাতেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়। কিন্তু কোন মাসের কোন রাত্রিতে নাযিল করেছেন তা ঐ আয়াতে উল্লেখ হয় নি। কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কুরআনের একটা আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য কোনো আয়াতে পাওয়া যায়।

সূরা বাকারার ১৮৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেছেন কুরআন কোন মাসে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بينت من الهدى والفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشهر فَلْيَصُمْهُ
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ كَا مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَد يُرِيدُ الله بكم الشر ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعر والكيلو العدة
ولتكبروا الله عَلى مَا هَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون .

সূরা বাক্বারা, আয়াত ১৮৫

অনুবাদঃ

রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী রূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন তাতে রোযা পালন করে। আর যে অসুস্থ অথবা মুসাফির থাকে তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের (জন্য যা) সহজ (তা) করতে চান, তিনি তোমাদের কষ্ট চান না। যেন তোমরা (রোযার) নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন তার জন্য তোমরা আল্লাহর তকবীর পাঠ (মহিমা বর্ণনা) কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে কুরআন নাযিল হয়েছে রমজান মাসে। তাই কুরআনের এই আয়াতকে মেনে নিয়ে, সূরা দুখানে কুরআন নাযিলের রাতকে শাবানের ১৫ তারিখ বলার কোনো সুযোগ নাই।

চলুন এবার দেখে নেয়া যাক সূরা ক্বদরে আল্লাহ কী বলেছেন।

الله الرحمن الرحيمة إنا أَنزَلْنَٰهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ شهر اعلال الملیکة والروح فيها القدر خيرة
باذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُل أمين سلام فِى حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِن

সূরা কদর

অনুবাদঃ

নিশ্চয়ই আমি একে (অর্থাৎ কুরআনকে) নাযিল করেছি লাইলাতুল কদর এ (তথা মর্যাদাপূর্ণ রাত্রিতে)। তুমি কি জান লাইলাতুল কদর কী? লাইলাতুল কদর হচ্ছে এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরাইল) প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়। সে রাত আদ্যপান্ত শান্তি ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত। এখানেও বলা হয়েছে কদরের রাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। আর কদরের রাত যে রমজান মাসের শেষ দশ দিনের কোনো একদিন তা অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

“আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান কর।
[সহীহ বুখারী ২০১৭)।

এসব আয়াত আর হাদীসের প্রেক্ষিতে মুফাসসিরগণ (অর্থাৎ যারা কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ব্যাপারে অভিজ্ঞ) তারা এই মর্মে উপনীত হয়েছেন যে, কুরআন: রমজান মাসে নাযিল হয়েছে (সূরা বাক্বারা ১৮৫)। আর তা বিশেষ করে লাইলাতুল কদরের মর্যাদাপূর্ণ রাতে নাযিল হয়েছে (সূরা ক্বদর)। আর এই মর্যাদাপূর্ণ রাতই হচ্ছে

বরকতময় রাত এবং এই রাতেই ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয় (সূরা দুখান ৩-৪)। তাই শবে বরাতকে ভাগ্যরজনী মনে করা নিতান্তই ভুল।

তথ্যসূত্র : https://muslimsday.com/%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AB%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A4-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%86%E0%A6%A4/

শবে বরাতের ফজিলত সংক্রান্ত হাদিস

হযরত আলা ইবনুল হারিস (রহঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

একবার রাসূলুল্লাহ (স) রাতে নামাযে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সেজদা করেন যে, আমার ধারণা হল তিনি হয়ত মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করলেন তখন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আয়েশা অথবা বলেছেন, ও হুমাইরা, তোমার কি এই আশংকা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সেজদা থেকে আমার এই আশংকা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন ইরশাদ করলেন,

هذه ليلة النصف من شعبان أن الله عزو جل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرينوير حمالمشترحمين ويؤخر اهل الحقد كماهم

'এটা হল অর্ধ শাবানের রাত (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত)। আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে তার বান্দার প্রতি মনযোগ দেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের

ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই।' [শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, হাদীস ৩৫৫৪] ইমাম বাইহাকী (রহঃ) এই হাদীসটি বর্ণনার পর এর

সনদের ব্যাপারে বলেছেন,

(অর্থাৎ এটি ভালো মানের একটি মুরসাল হাদীস)।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ রাতে দীর্ঘ নফল পড়া, যাতে সেজদাও দীর্ঘ হবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য।

আরেকটি হাদিস

আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন তোমরা এ রাতটি ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাও এবং দিনের বেলা রোযা রাখ। কেননা, এ রাতে সূর্যাস্তের পর আল্লাহ তাআলা প্রথম আসমানে আসেন এবং বলেন, কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোন রিযিক প্রার্থী? আমি তাকে রিযিক দেব।

এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রয়োজনের কথা বলে তাদের ডাকতে থাকেন। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৮৪] এই বর্ণনাটির সনদ যয়ীফ। কিন্তু মুহাদ্দিসীন কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

উপরোক্ত হাদীসগুলোর আলোকে বলা যায়, শবে বরাত একটি ফজিলতপূর্ণ রাত। এ রাতে আল্লাহ তাআলা বান্দার গোনাহ মাফ করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে দীর্ঘ নামাজ পড়েছেন। তাই আমাদের উচিত, এ রাত যতটা সম্ভব ইবাদত-বন্দেগিতে কাটানো। ফরজ নামাজগুলো তো অবশ্যই যত্নের সঙ্গে আদায় করতে হবে। এটা সারাবছরের ফরজ। এর পাশাপাশি নফল নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, তওবা-ইস্তেগফার, যিকির- দোয়ায় আমরা সাধ্যমতো মশগুল থাকতে পারি।

তবে এই নফল ইবাদত অবশ্যই হতে হবে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত নয়। নফল ইবাদত নিজের ঘরে করাই ভালো। তবে যারা এ আশঙ্কা করেন, ঘরে ফিরে গেলে আর নফল ইবাদত হবেই না, তারা মসজিদেও নামাজ- তেলাওয়াত করতে পারেন। অবশ্য ঘরে যেন ইবাদতের পরিবেশ থাকে, সেদিকে প্রত্যেক মুসলমানেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

সারা বছরের জন্যেই ফরজ নামাজ ব্যতীত সকল সুন্নত ও নফল নামাজ বাসায় পড়া সুন্নাহ। যে কোনো ফরজ নামাজের ক্ষেত্রেও বাসা থেকে সুন্নত পড়ে গিয়ে ফরজ আদায় করে বাকি সুন্নত বা নফল বাড়িতে এসে আদায় করা সুন্নাহ। রাসূল (সা) বলেছেনঃ

اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُم من صلابكم ، ولا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا

তোমাদের ঘরেও কিছু সালাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা কবর বানিয়ে নিও না (বুখারী ৪৩২) ফজিলতপূর্ণ এ রাতের ফজিলত লাভ করতে চাইলে এভাবেই রাতটি কাটাতে হবে। অনেক জায়গায় এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়। মানুষজন সব মসজিদে জড়ো হয়। বিশেষ খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হয়। মসজিদের পক্ষ থেকে বা কোনো সংগঠনের পক্ষ থেকে। যুবক ছেলেপলেরা ভ্যানগাড়ি ভাড়া করে সেটায় করে ৮-১০ জন ঘুরে বেড়ায়। আড্ডা-গল্প, আতশবাজি পটকা ফুটানো এগুলো তো চলতেই থাকে। মাজারগুলোতে মানুষ কয়েক কিলোমিটার লাইন ধরে হলেও ঢুকে। মাজারের ভিতর চলে শিরকের মহোৎসব! মাজারের আসেপাশে বসে ভিক্ষুকদের মেলা। দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন মাজারকে টার্গেট করে চলে আসে ভিক্ষুক সিন্ডিকেট। রাস্তার মাঝে লাইন ধরে বসে কুপি বাতি জালিয়ে সেখানে চলে ভিক্ষুকদের কুরআন পড়ার অভিনয়া কবরস্থানগুলোতে চলে বিশেষ মোমবাতি প্রোজ্জ্বলন। আগর বাতি জ্বালানো। এসব থেকে আল্লাহর দোহাই লাগে বিরত থাকুনা

শবে বরাতের পর দিনের রোজা শবে বরাতের পরদিন অর্থাৎ ১৫ শাবান রোযা রাখার বিষয়টিও বেশ প্রচলিত। উপরে আমরা হযরত আলী রা. এর সূত্রে যে হাদীস উল্লেখ করেছি, তাতে এ রোযার কথা বলা হয়েছে। আমরা বলে এসেছি, হাদীসটি সনদের দিক থেকে যদিও যয়ীফ, কিন্তু ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসের ওপরও আমল করা যা। তাছাড়া শাবান মাসে বেশি বেশি নফল রোযা রাখার কথা সহীহ হাদীসে এসেছে এবং আইয়ামে বীয় অর্থাৎ প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখার বিষয়টিও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

বলা বাহুল্য, পনের শাবানের দিনটি শাবান মাসেরই একটি দিন এবং তা আইয়ামে বীঘের অন্তর্ভূক্ত। এজন্য ফিক্হের একাধিক কিতাবেই এদিনে রোযাকে মুস্তাহাব বা মাসনূন লেখা হয়েছে। আবার অনেকে বিশেষভাবে এ দিনের রোযাকে মুস্তাহাব বা মাসনুন বলতে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ত্বাকী উসমানী (দাঃবাঃ) তার ইসলাহী খুতুবাতে বলেন, 'আরো একটি বিষয় হচ্ছে শবে বরাতের পরবর্তী দিনে অর্থাৎ শাবানের পনের তারিখে রোযা রাখা। গভীরভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। হাদীসে রাসুলের বিশাল ভান্ডার হতে একটি মাত্র হাদীস এর সমর্থনে পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে, শবে বরাতের পরবর্তী দিনটিতে রোযা রাখ।**
সনদ বর্ণনার সূত্রের দিক থেকে হাদীসটি দুর্বল। তাই এ দিনের রোযাকে এই একটি মাত্র দুর্বল হাদীসের দিকে তাকিয়ে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলে দেওয়া অনেক আলেমের দৃষ্টিতে অনুচিত।'

তবে হ্যাঁ, শাবানের গোটা মাসে রোযা রাখার কথা বহু হাদীসে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১ শাবান থেকে ২৭ শাবান পর্যন্ত রোযা রাখার যথেষ্ট ফযীলত রয়েছে। কিন্তু ২৮ ও ২৯ তারিখে রোযা রাখতে রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই বারণ করেছেন। ইরশাদ করেন, রমযানের দুএকদিন পূর্বে রোযা রেখো না। যাতে রমযানের জন্যে পূর্ণ স্বস্তির সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায়। কিন্তু ২৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিনের রোয়াই অত্যন্ত বরকতপূর্ণ। একটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, শাবানের এই ১৫ তারিখটি

তো 'আইয়ামে বীয' এর অন্তর্ভূক্ত। আর নবীজী প্রতি মাসের আইয়ামে বীয এ রোযা রাখতেন। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এই দুটি কারণকে সামনে রেখে শাবানের ১৫ তারিখের দিনে রোযা রাখে যা আইয়ামে বীয এর অন্তর্ভূক্ত, পাশাপাশি শাবানেরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন, তবে ইনশাআল্লাহ নিশ্চয়ই সে প্রতিদান লাভ করবে। তবে শুধু ১৫ শাবানের কারণে এ রোযাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে সুন্নাত বলে দেওয়া অনেক আলেমের মতেই সঠিক নয়। আর সে কারণেই অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম মুস্তাহাব রোযার তালিকায় মুহাররমের ১০ তারিখ ও আইয়ামে আরাফা (যিলহজ্জের ৯ তারিখ) এর কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ শাবানের ১৫ তারিখের কথা পৃথকভাবে কেউই উল্লেখ করেননি। বরং তারা বলেছেন, শাবানের যে কোন দিনই রোযা রাখা উত্তম। সুতরাং এ সকল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে যদি কেউ রোযা রাখে তবে ইনশাআল্লাহ সে সওয়াব পাবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, রোজা রাখার ব্যাপারে এ মাসের নির্দিষ্ট কোন দিনের পৃথক কোন বৈশিষ্ট নেই।

তাই আমরা সেফ সাইডে থাকার জন্য শাবানের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ তিনটি রোজাই রাখব ইনশাআল্লাহ। এতে নবীজির (সা) সারা জীবনের সুন্নত আইয়ামে বীজের রোজা রাখার উপর আমাদের আমল করা হবে। আবার উপরের দুর্বল হাদীসটিতে ১৫ তারিখ রোজা রাখার কথা এসেছে, সেটার উপরও আমল করা হবে। কারো যদি একান্তই সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে একটি মাত্র রোজা রাখতে চান সেক্ষেত্রে ১৫ তারিখ অর্থাৎ শবে বরাতের পরদিনের রোজা রাখলেও তা দোষণীয় হবে না ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসূত্র :
https://muslimsday.com/%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AB%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A4-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%86%E0%A6%A4/

শবে বরাত হল ক্ষমার রাত

শবে বরাত, যা “লাইলাতুন নিসফ মিন শাবান বা মধ্য শাবানের রাত্রি নামেও পরিচিত, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাত হিসেবে বিবেচিত হয়।

ঐশ্বরিক রহমত ও ক্ষমা: শবে বরাত এমন একটি রাত বলে বিশ্বাস করা হয় যখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি তাঁর করুণা ও ক্ষমা বর্ষণ করেন। সূরা আল-যুমার, আয়াত ৫৩-এ আল্লাহ বলেন, "বল, 'হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে [পাপ করে], আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেন। তিনিই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

ক্ষমা চাওয়া: এটি বিশ্বাসীদের জন্য আন্তরিক অনুতাপ করার এবং তাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়ার একটি সুযোগ। সূরা আল-নিসা ১১০ নং আয়াতে, আল্লাহ বলেন, "আর যে কেউ অন্যায় করে বা নিজের উপর জুলুম করে অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও করুণাময় পাবে।"

বেহেশতের দরজা খোলা: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস অনুসারে, নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "যখন শবে বরাতের মধ্যরাত্রি আসে, তখন আল্লাহ সর্বনিম্ন স্থানে অবতরণ করেন। বেহেশত এবং বলে, 'এমন কেউ কি আছে যে ক্ষমাপ্রার্থী যে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি? এমন কেউ কি আছে যে রিজিক চাই, যাতে আমি তাকে রিজিক দিতে পারি? এমন কেউ কি আছে যে আমি তার কষ্ট দূর করতে পারি?' (ইবনে মাজাহ)

পাপীদের জন্য সুপারিশ: এটি বিশ্বাস করা হয় যে বরাতের রাতে, ফেরেশতারা মানুষের কর্মের রেকর্ড তৈরি করে এবং আল্লাহর কাছে পেশ করে। নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "শাবা বরাতের মধ্যরাতে, আল্লাহ কালব গোত্রের ভেড়ার চুলের সংখ্যার চেয়ে বেশি লোককে ক্ষমা করে দেন।" (তিরমিযী)

উপসংহারে, শবে বরাতকে ক্ষমার রাত হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে আল্লাহর রহমত এবং ক্ষমা যারা এটি চায় তাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধ। এটি

মুমিনদের জন্য অনুতাপ, ক্ষমা চাওয়ার এবং সুপারিশ করার একটি সুযোগ। মুসলমানদের উচিত এই রাতটিকে ইবাদত-বন্দেগিতে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করা।

তথ্যসূত্র:

সূরা আল-জুমার (39:53): [আরবি]: https://quran.com/39/53

সূরা আল-নিসা (4:110): [আরবি]: https://quran.com/4/110

আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসঃ [আরবী]: https://sunnah.com/ibnmajah/36/145

অনুতাপ এবং ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ

লাইলাতুন নিসফ মিন শাবান বা মধ্য শাবানের রাত্রি যা শবে বরাত নামে পরিচিত,কুরআন ও হাদীসের আলোকে অনুতাপ ও ক্ষমা চাওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য সুযোগ প্রদান করে। মুসলমানদের এই শুভ রাতের সদ্ব্যবহার করার জন্য তাদের কর্মের প্রতি চিন্তাভাবনা করতে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য এবং তাদের আচরণের উন্নতির জন্য আন্তরিক অঙ্গীকার করার জন্য উত্সাহিত করা হয়।

তওবা কবুল হয়: আল্লাহ সর্বদা করুণাময় ও ক্ষমাশীল এবং তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন। সূরা আল-তাহরিম, আয়াত ৮-এ আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর কাছে আন্তরিক তওবা কর। সম্ভবত তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের পাপসমূহ দূর করে দিবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে।"

আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে ক্ষমা: কুরআন ক্ষমা চাওয়ার উপায় হিসেবে আন্তরিক অনুতাপের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। সূরা আল-ফুরকানের ৭০ নং আয়াতে

আল্লাহ বলেন, "যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে। তাদের জন্য, আল্লাহ তাদের মন্দ কাজের বদলা নেবেন। আর আল্লাহ সর্বদা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া: নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর অনুসারীদেরকে আল্লাহর কাছে প্রচুর পরিমাণে ক্ষমা চাইতে শিখিয়েছেন। তিনি বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহর কাছে তওবা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, কেননা আমি দিনে সত্তর বারের বেশি আল্লাহর কাছে তওবা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। (সহীহ বুখারী)

উপায় পরিবর্তন: অনুতপ্ত হওয়া এবং ক্ষমা চাওয়ার সাথে একজনের আচরণ পরিবর্তন করার আন্তরিক উদ্দেশ্য এবং পাপের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকা উচিত। সূরা আল আরাফ,১৫৩ নং আয়াতে, হযরত মুসা (মূসা) তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর কাছে তওবা কর, [এবং] তিনি তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উত্তম রিযিক উপভোগ করতে দেবেন। মেয়াদকাল এবং প্রত্যেক উপকারকারীকে তার অনুগ্রহ দান করুন।"

সঠিক পথে ফিরে আসা: শবে বরাত মুসলমানদের জন্য একটি অনুস্মারক এবং সঠিক পথে ফিরে আসার এবং আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক সংশোধন করার একটি সুযোগ হিসাবে কাজ করে। নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ শবে বরাতের মধ্য রাতে তাঁর সৃষ্টির দিকে তাকান এবং মুশরিক ও শত্রুতা পোষণকারী ব্যতীত তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন।" (ইবনে মাজাহ)

সংক্ষেপে, শবে বরাত অনুতাপ এবং ক্ষমা চাওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য সুযোগ দেয়। মুসলমানদের আন্তরিক অনুতাপ করতে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য, তাদের পথ পরিবর্তনের দৃঢ় অঙ্গীকার করতে এবং সৎ জীবন যাপনের জন্য সচেষ্ট হতে উৎসাহিত করা হয়।

তথ্যসূত্র:
সূরা আল তাহরীম (66:8): [আরবি]: https://quran.com/66/8
সূরা আল-ফুরকান (25:70): [আরবি]: https://quran.com/25/70
সহীহ বুখারী, তাওহীদের কিতাব: [ইংরেজি]: https://sunnah.com/bukhari/75/27
সূরা আল আরাফ (৭:১৫৩): [আরবি]: https://quran.com/7/153
ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস: [আরবী]: https://sunnah.com/ibnmajah/36/139

শবে বরাত পালন করা কি বিদআত?

কট্টর শবে বরাতপন্থী যেমন দেশে আছেন, অর্থাৎ এই রাতকেই যারা বছরের শ্রেষ্ঠতম রাত হিসাবে উদযাপন করেন। আবার আরেক দলের লোক আছেন যারা এক কথায় বলে দেন "শবে বরাত বলে কিছু নাই। সব বিদআতা" এটাও আসলে বাড়াবাড়ি। কোনো কিছুই চালাওভাবে বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ির মধ্যে যাওয়া উচিত নয়। মধ্যপন্থা অবলম্বন করার নামই ইসলাম। যারা বলেন "শবে বরাত বলে ইসলামে কিছু নাই" তাদের আসলে এভাবে বলা মোটেই উচিত না। আমাদের উচিত হাদীস দ্বারা শবে বরাতের যতটুকু মর্যাদা প্রমাণিত হয়েছে ততটুকুর উপর অবিচল থাকা। এর চেয়ে কমাবো না, এর চেয়ে বাড়াবোও না। সুন্নাহের মধ্যে থাকা সব সময় নিরাপদ। এর কম বা বেশি করতে গেলেই বিদআত ও শিরকের দিকে ধাবিত হওয়ার আশংকা থাকে। শবে বরাতকে বিদআত বলা যাবে কি যাবে না তারবিস্তারিত ব্যাখ্যার আগে; জেনে নেয়া যাক বিদআত কাকে বলে বা বিদআতের সংজ্ঞা কী? যেটা দ্বীন না সেটাকে দ্বীন হিসেবে পালন করাই বিদয়াত। একটি বৈধ ও জায়েজ কাজ, কিন্তু এর বিশেষ কোনো ফজিলতের কথা কুরআন ও হাদীসে বলা হয়নি। এমন কোনো কাজকে বিশেষ সওয়াবের কাজ বলাটাই বিদআত। যে ইবাদতের বিশেষ কোনো নিয়ম হাদীসে বর্ণিত নেই, তার জন্যে নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়াটাও বিদআত। মাগরিবের পর দুই-চার রাকাত নফল নামাজ পড়া অনেক ফজিলতপূর্ণ একটি আমল। তবে এর জন্যে বিশেষ কোনো নিয়ম নেই। অমুক অমুক সূরা পড়তে হবে বলে কোনো কথা নেই। কিন্তু কেউ যদি বলে,

মাগরিবের পরের চার রাকাত নফল নামাজ নির্দিষ্ট এ চারটি সূরা দিয়ে পড়লে এত এত নেকি হবে, তবে তা বিদআত হবে। এ আলোকে আমরা বলতে পারি যে, সুন্নাহের আলোকে যেসব আমল করার প্রমাণ আমাদের সামনে রয়েছে সেগুলো মোটেই বিদআত নয়। তাই এ রাতে স্বাভাবিক নফল ইবাদত করা বিদআত নয়। হ্যাঁ, এই রাতকে কেন্দ্র করে আরো অনেক রেওয়াজ-রস রয়েছে। যেগুলোর সঙ্গে সুন্নাহর কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো অবশ্যই বিদআত। এগুলোর কোনোটা কোনোটা ভয়ংকর শিরক। তাই শবে বরাত বা লাইলাতুন নিসফ মিন শাবানকে ঢালাওভাবে বিদআত বলার সুযোগ নাই।

অনেকে "শবে বরাত” এই পরিভাষাটা হাদীসে না থাকার কারণে এভাবে বলেন "ইসলামে শবে বরাত বলে কিছু নাই”। ভাই! তাহলে তো বলতে হবে "ইসলামে নামাজ বলে কিছু নাই, আছে সালাত"। বলতে হবে "রোজা বলে কিছু নাই, আছে সিয়াম"। আমরা সমাজে নামাজ বললে সালাতকে বুঝি, রোজা বললে সাওমকে বুঝি। একই ভাবে শবে বরাত কথাটা প্রচলিত হয়ে গেছে, এর দ্বারা লাইলাতুন নিসফ মিন শাবানকে বুঝাই। তাই “শবে বরাত বলে কিছু নাই" একথা বলা উচিত নয়।

শবে বরাতকে কেন্দ্র করে অনেক বিদআত ও শিরক কাজ আমাদের সমাজে প্রচলিত। কোনো কোনোটা আবার শিরক-বিদআত নয় বরং সাধারণ অনুচিত কাজ। সবগুলো বিস্তারিত না বলে পয়েন্ট আকারে তুলে ধরছি। আমাদের সকলের উচিত এগুলো থেকে বিরত থাকা।

১. হালুয়া রুটি বানিয়ে খাওয়া ও দান করাকে এ দিনের বিশেষ ইবাদত মনে করা।

২. কবরে বাতি জ্বালানো।

৩. মাজারে গিয়ে সিজদা করা। (এটা হারাম। এতে
ঈমান চলে যাবে!)

৪. আতশবাজি ও পটকা ফুটানো।

৫. এই রাতে গোসল করাকে বিশেষ সওয়াবের কাজ মনে করা।

৬. দল ধরে ঘুরে বেড়ানোর মাধ্যমে "রাত্রি জাগরণ"।

সফল করা।

৭. মসজিদে জমায়েত হয়ে সম্মিলিতভাবে নফল নামাজ পড়া।

৮. মসজিদে জমায়েত হয়ে এ রাতের উদ্দেশ্যে বিশেষ হালকায়ে যিকিরের আয়োজন।

৯. মসজিদে মসজিদে বা মহল্লায় মহল্লায় এই দিন উপলক্ষে বিশেষ খানা-দানা ও তবারকের ব্যবস্থা করা।

১০. রাতভর মসজিদের মাইক বাজিয়ে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার বা ওয়াজ মাহফিল করা।

শবে বরাতের হালুয়া-রুটি বিদআতের উদ্ভব

মুরুব্বিদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য হচ্ছে, এই দিনে রুটি বানিয়ে বিলানো হলে হাশরের দিন রুটির সম পরিমাণে আরশের নিচে ছায়া পাওয়া যাবে। এজন্য এই দিনের রুটিগুলোকে প্রায়শ অনেক বড় করে বানানো হয়। যেন আরশের ছায়ার পরিমাণ বড় হয়। এই হালুয়া রুটির বিদআতী কাজটার জন্য মুরুব্বিদের চেয়ে আর কোনো রেফারেন্স জানা নাই। কারণ এই বিষয়টা কোনো জাল হাদীসের বইতেও নাই।

কোথাও কোথাও শবে বরাত উপলক্ষে ৪০টা রুটি, বানিয়ে দান করার রেওয়াজ আছে। এতে ৪০ দিন আরশের ছায়া পাবে এই ধারণা পোষণ করা হয়। এটাও একটা নির্জলা ভুল বিশ্বাস ।।

ফিরে আসি হালুয়া রুটির আলোচনায়। অনেকে হালুয়া রুটির আয়োজন করে উপরের বর্ণনানুযায়ী আরশের ছায়ার জন্য। আবার কেউ কোন কিছুর উদ্দেশ্যে নয় বরং “সবাই বানায় তাই" তারাও বানায়। হালাল খাবার খেলে ক্ষতি কী? উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু একটা বিদয়াতের চর্চা করা হচ্ছে। একে সমর্থন দেয়া হচ্ছে। খাবারটা হালাল। খাবার দান করা বা প্রতিবেশিকে দিলে সওয়াব। কিন্তু এই দানের পিছনে যেই নিয়তটা রয়েছে সেটা ইসলাম থেকে প্রমাণিত নয়, মনুষ্য নির্মিত। অর্থাৎ আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের দেখানো সিসটেমে না করে মনগড়া সিসটেমে। আপনার যদি নিয়মিতই বা মাঝে মাঝে হালুয়া রুটি বানিয়ে প্রতিবেশি ও গরীবদের দান করার প্র্যাক্টিস থাকে, তাহলে হয়ত এই দিনে একই কাজ করলে সেটাকে কো-ইন্সিডেন্স বলে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু তা না করে বছরের এই একটা দিনে যদি আপনার মনে আকাঙ্খা জন্মে যে প্রতিবেশি আর গরিবদের জন্য কিছু করা দরকার আর এটা “হালুয়া রুটি দিয়েই করতে হবে। তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি একটু গর্হিত বিদআতে নিজেকে জড়ালেন।

তবে এই দিবসে হালুয়া রুটি খাওয়ার পক্ষে একটা নতুন তথ্য কিছুদিন আগে জানতে পেরেছি। শিয়া সম্প্রদায়ের একটা গ্রুপের বিশ্বাস হচ্ছে ঈমাম মাহদী এখন থেকে অনেক অনেক আগেই জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর চার বছর বয়সে প্রতিকুল পরিবেশের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। সময়মত তাকে আবার পৃথিবীতে পাঠানো হবে। শিয়াদের এই গ্রুপটা বলেন যে, ঈমাম মাহদীর জন্ম হয়েছিল এই ১৫ শাবান। তাই এটা তাদের কাছে খুশির দিন। ঈদের খুশিতে আমরা যেমন সেমাই- পায়েশ দিয়ে মিষ্টিমুখ করি, তারা তাদের এই খুশির দিনে হালুয়া রুটি খেয়ে মিষ্টিমুখ করে। যেহেতু এটা তাদের ধর্মবিশ্বাস, আর তাদের অনেক রীতিনীতিই আমাদের থেকে ভিন্ন তাই এটা নিয়ে বলার কিছু নাই। আপনি

শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী হলে এটা খুশির দিন। হিসাবে পালন করলে সেটা আপনার বিষয়।

এই দিবসকে কেন্দ্র করে পত্রিকা ও বিভিন্ন মিডিয়াতে পড়বে হালুয়া ও বরফী বানানোর রেসিপির ধুম। যেন শবে বরাত মানেই হালুয়া-রুটি। অথচ এর সাথে শবে বরাতের কোনো সম্পর্কই নেই।
মজার ব্যাপার হচ্ছে এই সম্পর্কে কোন বর্ণনা সহিহ হাদীস কেন, কোন জাল হাদীসেও উল্লেখ নাই। হালুয়া খাওয়ার ব্যাপারে কথিত আছে ওহুদ যুদ্ধের সময় রাসূল (সাঃ) আহত হন। তখন একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। দাঁতের ব্যাথার কারণে তিনি নরম খাবার খাওয়ার জন্য হালুয়া দিয়ে রুটি খেয়েছিলেন। এই তথ্যগুলো সঠিক নয়। ঘটনা হচ্ছে ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় শাওয়ালের ৭ তারিখে। শাবান মাসের পর আসে রমজান মাস, রমজানের পর আসে শাওয়াল মাস। শাবানের ১৫ তারিখ বা তার আশেপাশের দিনগুলোতে ওহুদ যুদ্ধ হয় নাই। শাবানের ১৫ তারিখ নবীজি (সাঃ) হালুয়া খেয়ে থাকলেও সেটা একবারের জন্যেই ছিল। এটাকে রীতি হিসেবে তিনি সারা জীবন পালন করেন নি। সাহাবীরাও পালন করেন নি। তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীরাও এই দিনে বিশেষ খাবারের আয়োজন করেন নি।

শবে বরাতের রাতে গোসল করার বিদআত

এই রাতে গোসল করেন অনেকে। তাদের বিশ্বাস গোসলের প্রত্যেক পানির ফোটায় ফোটায় গুনাহ ঝড়ে পরে আর সওয়াব লিখা হয়। এই শ্রেণীর মানুষের বিশ্বাস যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শরীর থেকে পানি পড়তে থাকবে ততক্ষণ পাপ ঝরে যেতে থাকবে। তাই প্রচন্ডশীত কালেও বিশেষ করে মহিলারা এই রাত্রে গোসল করে ভিজা কাপড় নিয়ে থাকেন। বিশেষ করে মাথা মুছেন না। ভেজা চুল থেকে যত পানি পড়বে সেগুলো পাপ মুছে দিবে। এমন অদ্ভুত বানোয়াট একটা বিশ্বাস অনেকে পোষণ করেন। আসতাগফিরুল্লাহ! আসলে তাদের উদ্দেশ্য ভাল। পাপ ঝরানোর জন্য মাঘ মাসের শীতের রাতেও মানুষ পুকুরে ডুব দেয়। কিন্তু এইরকম কোনো গোসলের ফজিলতের কথা ইসলাম ধর্মে নাই। পাপ মোচনের জন্য এমন উদ্ভট সিসটেম

ইসলামে নাই। বরং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এই রাতে শিরককারী ও হিংসাপোষণকারী ছাড়া সবাইকে আল্লাহ মাফ করে দিবেন। ঘুমিয়ে থাকলেও সকলেই এই মাফ পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ, যদি অন্তরে বিদ্বেষ আর শিরক না থাকে। হ্যাঁ, আমাদের উচিত, এ ক্ষমার উপযুক্ত নিজেকে করার জন্য সুন্নাহসম্মত পন্থায় যতটা সম্ভব ইবাদতে রাতটি কাটানো।

শবে বরাতের রাতে বৃষ্টি হওয়া ও গাছের সিজদা করার মিথ্যা গল্প এমন মিথও প্রচলিত আছে এই রাতের একটা বিশেষ সময়ে কুয়াশার মত ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়। প্রকৃতির সকল সৃষ্টি আল্লাহর জন্য সিজদায় অবনত হন। এক বুজুর্গ এমন একটি সময় দেখেন যে গাছপালা সব মাটির সাথে লেগে আছে। তিনি মনে করেছিলেন ঝড় হয়েছে। তাই গাছের সাথে তার ছাগল বেঁধে রাখেন। সকালে উঠে দেখেন সেই ছাগল গাছের মাথায়! কারণ সিজদা থেকে ওঠার পর ছাগল গাছের মাথায় চলে গেছে। এমন বানোয়াট কেচ্ছা-কাহিনীর সবগুলো আপনি হয়ত শুনে থাকতে পারেন আবার কোনটা হয়ত নতুন মনে হতে পারে। কিন্তু এর সবগুলোই আমাদের সমাজ থেকে নেয়া। আল্লাহ আমাদেরকে এসব উদ্ভট কিসসা কাহিনী থেকে রক্ষা করুন।

.

শবা বরাত, বরাতের রাত বা ক্ষমার রাত নামেও পরিচিত, শা'বান মাসে মুসলমানদের দ্বারা পালন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত, যা ইসলামিক চন্দ্র ক্যালেন্ডারের অষ্টম মাস। যদিও শবা বরাতের সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, সেখানে বেশ কিছু হাদিস (হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উক্তি ও কর্ম) রয়েছে যা এর গুরুত্ব ও গুণাবলী তুলে ধরে। আসুন কুরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে শবে বরাতের ফজিলত ও অনুশীলনগুলি অন্বেষণ করি।

তথ্যসূত্র :
https://muslimsday.com/%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%AB%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A4-

%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%B2-
%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%86%E0%A6%A4/

নফল ইবাদাতসমূহ:

ক.নফল সালাহ

শবা বরাতের রাতে, স্বেচ্ছায় নামায বা নফল সালাহ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "যখন শা'বানের মধ্য রাত্রি হয়, তখন তার রাত নামাযে কাটাও এবং সেই দিনে রোজা রাখো। কেননা আল্লাহ সেই রাতে সূর্যাস্তের সময় সর্বনিম্ন আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন" : 'এমন কেউ কি নেই যে আমি তাদের ক্ষমা করতে পারি? এমন কি কেউ নেই যে আমি তাদের রিযিক দিতে পারি? এমন কেউ কি নেই যে আমি তাদের রিজিক দিতে পারি? এমন কেউ কি নেই যে আমি তাদের মুক্তি দিতে পারি? অমুক-অমুক কি নেই? ফজর না আসা পর্যন্ত অমুক-অমুক এবং অমুক নয়?'' (সুনানে ইবনে মাজাহ ১৩৮৮)

খ. কুরআন তেলাওয়াত:

শবে বরাতের রাতে কোরআন তেলাওয়াতের তাৎপর্য রয়েছে। নির্দেশনা ও আশীর্বাদ কামনা করে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত ও চিন্তা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ শা'বানের মধ্য রাতে তাঁর সৃষ্টির দিকে তাকান এবং একজন মুশরিক বা অন্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন।" (সুনানে ইবনে মাজাহ ১৩৮৯)

গ. দোয়া (দুআ):

শবা বরাতের রাতে প্রার্থনা বা দুআতে জড়িত হওয়া অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। মুসলমানদেরকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং তাঁর

আশীর্বাদ ও করুণা কামনা করতে উত্সাহিত করা হয়। এটি নিজের, পরিবার এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রার্থনা করার একটি উপযুক্ত সময়। নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "আমাদের প্রভু, বরকতময়, শ্রেষ্ঠ, প্রতি রাতে আমাদের নিকটতম আসমানে নেমে আসেন যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, বলেন: 'আমাকে ডাকার কেউ আছে কি? যাতে আমি তার ডাকে সাড়া দিতে পারি? কেউ কি আছে আমার কাছে চাওয়ার, যাতে আমি তাকে তার আবেদন মঞ্জুর করতে পারি? কেউ কি আছে আমার ক্ষমা প্রার্থনাকারী, যাতে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি?'' (সহীহ আল-বুখারি ১১৪৫)

ঘ. নেক কাজে লিপ্ত হওয়া:

শবে বরাতের রাতে অধিক পরিমাণে নেক কাজে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। এর মধ্যে রয়েছে অভাবীকে দান করা, কম ভাগ্যবানদের সাহায্য করা এবং দয়া ও সমবেদনা ছড়িয়ে দেওয়া। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির অধিকাংশকে মাফ করে দেন, কেবল মুশরিক এবং বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত।" (জামে আত-তিরমিযী ৩৫৪০)

ঙ. ক্ষমা চাওয়া:

শবে বরাতের অন্যতম ফজিলত হল আমাদের অতীতের পাপ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। মুসলমানদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে, তাদের ভুল স্বীকার করতে এবং আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা চাইতে উৎসাহিত করা হয়। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "শা'বানের মধ্যরাতে, আল্লাহ সর্বনিম্ন আসমানে অবতরণ করেন এবং কালব গোত্রের ভেড়ার চামড়ার চুলের সংখ্যার চেয়ে বেশি লোককে ক্ষমা করেন।" (মুসনাদে আহমাদ ৬৭৩৫)

তথ্যসূত্র:

- সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস ১৩৮৮: https://sunnah.com/ibnmajah/9/207
- সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৮৯: https://sunnah.com/ibnmajah/9/208
- সহীহ আল-বুখারী, হাদিস 1145: https://sunnah.com/bukhari/19/12
- জামে আত-তিরমিযী, হাদিস ৩৫৪০: https://sunnah.com/tirmidhi/48/84
- মুসনাদে আহমাদ, হাদিস 6735: https://sunnah.com/urn/1002680

শেষ কথা

উপসংহারে, শবে বরাত ক্ষমা, রহমতের রাত হিসেবে মুসলমানদের হৃদয়ে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। যদিও এর তাৎপর্যের সুনির্দিষ্ট বিবরণ কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা নাও হতে পারে, হাদিসগুলি এর গুরুত্বের উপর জোর দেয় এবং মুসলমানদের ঐচ্ছিক প্রার্থনা, কুরআন তেলাওয়াত,, দান, সৎকাজ এবং ক্ষমা চাওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। এটি আত্মদর্শন, অনুতাপ এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার, তাঁর ক্ষমা ও নির্দেশনা চাওয়ার সময়।

শবে বরাত কিভাবে পালন করবেন বা এর কালচারটা কেমন হবে- তা হাদীসের অনুসরণেই হওয়া উচিত। প্রচলিত ভুলের উপর ভিত্তি বা মনগড়া রেওয়াজের উপর ভর করে ইসলামি কোন দিবস বা উপলক্ষ উদযাপন অনুচিত। কারণ নিজেদের ইচ্ছামত রীতি বানাতে গেলেই সেটা বিদয়াত হবার আশংকা থেকে যায়। অনেকে বলেন একটা বিশেষ দিন পরিবারের সবাই মিলে ভাল-মন্দ খেলে ক্ষতি কী? শবে বরাত উদ্দেশ্য করে বা বিদআত হবার মত নিয়ত না থাকলেই তো হয়! হয়ত হয়, আল্লাহ ভাল জানেন। কিন্তু এর দ্বারা বিদআতীদের কালচারের সাথে আপনার কালচারটা মিলে গেল। আপনার নিয়ত ভিন্ন, কিন্তু কাজ করলেন তাদের মত করে। এতে খানিকটা আশংকা থেকেই যায়।